MAY 1 3 2002

ভোরের কাগজ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১ ২ কলাম ... ৩ .....

মতবিনিময় সভায় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী

নকলবাজ শিক্ষার্থীরা আমাদের মতো রাজনীতিকদের জোরে চাকরি পেয়ে যায়

কাগজ প্রতিবেদক : নির্ধারিত সময়ের একঘণ্টা দেরিতে এবং প্রধান অতিথি শিক্ষামন্ত্রীর অনুস্থতাজনিত অনুপস্থিতিতে নকলের বিরুদ্ধে সচেতনতামূলক মতবিনিময় অনুষ্ঠানে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহসানুল হক মিলন বলেন, নকল করে পাশ করে আমাদের মতো রাজনীতিবিদদের জোরেই চাকরি পেয়ে যায় নকলবাজ শিক্ষার্থীরা। প্রতিমন্ত্রী বলেন, আসন্ন এইচএসসি পরীক্ষাকে সে রকমভাবে অনুষ্ঠিত করতে হবে যাতে স্থানীয় রাজনীতিবিদ থেকে শুরু করে কলেজের দপ্তরি পর্যন্ত নকল দিয়ে পরীক্ষাকে প্রভাবিত করতে না পারে।

গতকাল রোববার শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকার আয়োজনে আসন্ন এইচএসসি পরীক্ষা উপলক্ষে জেলা প্রশাসক, পুলিশ কমিশনার, কলেজের অধ্যক্ষ ও কেন্দ্র সচিবদের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন। বাংলাদেশ প্রশাসন ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট বিয়াম অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত 'নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠান ও শিক্ষার মান' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় আরো বক্তব্য রাখেন শিক্ষা সচিব মোহাম্মদ শহিদুল আলম, ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোহাম্মদ জুনাইদ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আব্দুর রশিদ এবং বিভিন্ন জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার ও অধ্যক্ষগণ।

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বলেন, গত এসএসসি পরীক্ষার অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হলেও কোথাও কোথাও তা প্রযোজ্য হয়নি। আবার পরীক্ষার্থীদের নকল ধরার ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনরত শিক্ষকরা দায়িত্বে অবহেলা করেছেন। এবার এ দিকগুলো কঠোরভাবে মনিটরিং করা হবে।

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলন বলেন, ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসকদের বরাবর কেন্দ্রের ২০০ গজের মধ্যে ১৪৪ ধারা জারি, ভিজিল্যান্স টিম গঠনেরধরন, কেন্দ্রে প্রবেশের গেটের নকল আছে কিনা পরীক্ষা করা ইত্যাদি প্রসঙ্গে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতে পরীক্ষা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য ভিডিও চিত্র ধারণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পরীক্ষা চলাকালে যেসব শিক্ষক যথার্থ দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে তাদের পুরস্কৃত করা হবে এবং যারা দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই শাস্তি শুধু পরীক্ষা চলাকালেই নয়, পরীক্ষা শেষেও পত্রপত্রিকার প্রতিবেদন এবং গোপন তদন্তের ভিডিতে নেওয়া হবে।

শিক্ষা সচিব বলেন, কেন্দ্র নির্ধারণের বিষয়টি বোর্ড প্রণীত নীতিমালা অনুযায়ীই বণ্টন হয়েছে- তবে নীতিমালা বহির্ভূত কোনো কলেজকে কেন্দ্র করা হলে অবশ্যই তা বাতিল করা হবে।

শরীয়তপুর জেলার জেলা প্রশাসক মুশফেকা ইফফাত তার জেলার ১টি কেন্দ্র নড়িয়ার উপসী কলেজকে কেন্দ্র করার বিরোধিতা করে বলেন, গত বছর এই কেন্দ্রে ব্যাপক গোলাগুলি, হাঙ্গামা হয়েছে এবং জননিরাপত্তা আইনে মামলাও হয়েছিল কয়েক জনের বিরুদ্ধে। তারপরও নীতিমালা উপেক্ষা করে বোর্ড কর্তৃপক্ষ কলেজটিকে কেন্দ্র হিসেবে অনুমোদন দেন। উপস্থিত কলেজ অধ্যক্ষ সঙ্গে সঙ্গে

● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

নকলবাজ শিক্ষার্থীরা আমাদের মতো

১ম পৃষ্ঠার পর

এর প্রতিবাদ জানান। কিন্তু অভিযোগ যথার্থ হওয়ায় শিক্ষা সচিব শহিদুল আলম সঙ্গে সঙ্গে ঐ কেন্দ্রটি বাতিল ঘোষণা করেন।

গোপালগঞ্জের জেলা প্রশাসক বলেন, প্রায়ই দেখা যায়, বোর্ড শেষ মুহূর্তে কিছু কেন্দ্রকে অনুমোদন দেয়, যেটা গত এসএসসি পরীক্ষায়ও দেখা গিয়েছিল। এভাবে শেষ মুহূর্তে কেন্দ্র দিলে জেলা প্রশাসনকে স্থানীয় প্রভাবশালী মহলের চাপে পড়তে হয়।

১৬ মে থেকে অনুষ্ঠিতব্য এইচএসসি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ড থেকে মোট ১ লাখ ৫৭ হাজার ৩৩৬ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে। এর মধ্যে ছাত্র শিক্ষার্থী ৯১ হাজার ৩০৮ জন এবং ছাত্রী শিক্ষার্থী ৬৬ হাজার ২৮ জন। সিলেবাস অনুযায়ী পুরাতন পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৪ হাজার ২৬৪ জন। ঢাকা বোর্ডের মোট ৬১৮টি কলেজের মধ্যে এখন পর্যন্ত কেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়েছে ২৫২টি। তবে শেষ মুহূর্তে কেন্দ্র সংখ্যা আরো কিছু বাড়তে পারে বলে জানা গেছে।